সমকাল

তারিখ ... 05 MAR 2015
পৃষ্ঠা ... ১১ কলাম ... ৪

প্রাথমিকের ৭৮ ভাগ শিক্ষার্থী নোট-গাইডে নির্ভরশীল

■ বিশেষ প্রতিনিধি

সুপ্রর প্রতিবেদন

দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রছাত্রীর ৭৭ দশমিক ৮ শতাংশ বাজার থেকে কেনা নোট-গাইড বইয়ের ওপর নির্ভরশীল। তাদের এসব বই কিনতে বাধ্য করেন বিদ্যালয়ের ৩৬ দশমিক ১ শতাংশ শিক্ষক। বেসরকারি সংস্থা 'সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান' (সুপ্র)-এর এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ডেইলি স্টার ভবনে এক মতবিনিময় সভায় দেশের 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিস্থিতির ওপর সামাজিক নিরীক্ষা-২০১৪' শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। সুপ্র ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর মাসব্যাপী দেশের ১২টি জেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওপর এ সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা করে।

সংস্থাটির প্রকাশিত প্রতিবেদনে সরকারি পাঠ্যবই বিতরণে অনিয়ম, উপবৃত্তির হার কম, ফিডিং প্রোগ্রামে দুর্নীতি, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সুযোগ না থাকা এবং বিদ্যালয়ে শারীরিক শাস্তি বেড়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোচিং প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয়, শিক্ষার মানোন্নয়নে কোচিং চালুর পক্ষে সরকারি বিদ্যালয়ের ৩১ দশমিক ১ ভাগ শিক্ষক। আর ৩২ ভাগ অভিভাবক এবং ৪৪ দশমিক ৭ ভাগ শিক্ষার্থী কোচিংয়ের মাধ্যমে মানোন্নয়ন হবে বলে মনে করেন। এ ছাড়া শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ পেলেও তা শিক্ষার্থীদের মাঝে কাজে লাগান না; শিক্ষকদের এই সংখ্যা ৭৪ ভাগ।

সুপ্রর ক্যাম্পেইন কো-অর্ডিনেটর সাকেরা নাহার বলেন, কোচিং শিক্ষার মানোন্নয়ন না হলেও ছাত্রছাত্রীদের এজন্য অতিরিক্ত ফি দিতে হয়। আর বৃত্তি, সমাপনী, মডেল টেস্ট ও দুর্বল শিক্ষার্থীদের কোচিং করানো প্রয়োজন বলে মনে করেন অভিভাবকরা। সভায় জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন হয়েছে; কিন্তু সমন্বয় না থাকায় মান বাড়েনি। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক বেড়েছে; তবে শিক্ষকদের মানসিকতার পরিবর্তন না হওয়ায় মানোন্নয়ন হয়নি। তিনি বলেন, যেসব শিক্ষক নিষিদ্ধ নোট-গাইড শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন, তারা প্রকাশনী থেকে কোনো কমিশন নিচ্ছেন কি-না তা খতিয়ে দেখা দরকার।